World Vision

Transformational Development Stories

Bhaluka Area Program

World Vision Bangladesh

Transformational Development Stories

Bhaluka Area Program

World Vision Bangladesh

Hope, Joy and Justice

@World Vision Bangladesh 2021
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form, except for brief experts in reviews, without the prior written permission of World Vision Bangladesh

Our Vision

Our vision for every child, life in all its fullness
Our prayer for every heart, the will to make it so.

Mala- A real fighter

"I came from the door of death, I never thought I could talk again,"-Mala Akter, a UPG member, expresses with teary eyes. Her mother is his father's second wife, and she is the only daughter of this family. She has 3 more step-siblings. Mala lost her father when she was only 5 years old. Her mother could not bear the expenses of her education due to the economic crisis. She could only study till 2nd grade.

"I got married when I was 15. My husband was a day laborer and our financial situation was very critical." memorizes Mala. She became pregnant after one year of their marriage. However, her husband tortured her physically and mentally in this situation for dowry. The limit of torture was increasing day by day. "I always remained worried about my future child. I cried a lot, but my husband never listened to my longing."-Mala cries.

One day her husband tied up her hands and legs. He tried to slaughter Mala's throat with a sharp knife. Her throat was cut one-third. Fortunately, their neighbor saw this brutal scene. He immediately took her to the local health complex. The duty doctor gave her the primary treatment and referred her to the medical college.

"I remained and took treatment there for one month. I thought that I would not come to normal life again," says Mala. Her mother took Mala to her house one month later and never let her go to her husband's house. Mala was passing her days in a very hardship situation with her mother and child. She started to work as a day laborer.

"One day, our Village Development Committee chairman came to me and asked if I want to be the member of Ultra Poor Graduation Group. He explained to me briefly about the activities of the group and I became interested to be a member of the group," says Mala. She got various training such as vegetable cultivation, livestock rearing, disaster management, etc., from World Vision Bangladesh. She utilized her learning and cultivated vegetables in her fallow land. When she got a good production of the vegetables, she lent a few lands from her neighbor and produced more vegetables.

A few months later, she got an ox from World Vision Bangladesh. "I was so happy getting ox from World Vision. I could not express how happy I was then when I took the ox."-Mala says with glittery eyes.

Mala reared the ox and sold it to the local market after fattening it for nine months. She bought one heifer and one ox with that money. She also bought vegetable seeds and new books for her child. She opened a bank account and deposited the rest of the money for the future of her child. Now she earns around 12000 taka (USD 150) per month. She can bear the expense of her family and can meet the nutritional requirement of her child. This year she got the "Joyeeta Award" from Bangladesh Government for overcoming the horror of torture and become a successful woman.

"My heartiest gratitude to World Vision for lifting me. Without the help of this organization, I would never become solvent", Mala expresses her gratitude.

Mala is eyeing a better future for her child. She dreams that her child would become a successful person and live a happy life forever.

মালা-একজন প্রকৃত যোদ্ধা

"আমি মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছি, আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে আমি আবার কথা বলতে পারব"-মালা আক্তার, একজন হতদরিদ্র দলের সদস্য অশ্রুসিক্ত চোখে বলছিল। তার মা তার বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী এবং সেই পরিবারের সে একমাত্র কন্যা। তার আরো তিনজন সৎ ভাই-বোন রয়েছে। মালার বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন সে তার বাবাকে হারায়। আর্থিক অনটনের কারণে মালার মা তার পড়াশোনার খরচ বহন করতে পারেনি। সে মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পেরেছে।

"আমার বয়স যখন ১৫ বছর, তখন আমার বিয়ে হয়ে যায়। আমার স্বামী ছিলেন একজন দিনমজুর এবং আমাদের আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ ছিল"- জানালেন মালা বিয়ের এক বছরের মাথায় মালা গর্ভবতী হয়ে পড়েন। তবুও এই পরিস্থিতিতেও তার স্বামী তাকে যৌতুকের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত। দিনে দিনে অত্যাচারের মাত্র বেড়েই চলছিল। "আমি সবসময় আমার অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকতাম। আমি অনেক কাঁদতাম, কিন্তু তাও আমার স্বামীর মন গলত না"-কেঁদে কেঁদে বলছিলেন মালা।

একদিন তার স্বামী তার হাত-পা বেঁধে তাকে মারধোর করছিল। এক পর্যায়ে তার স্বামী মালার গলায় একটি ধারালো চাকু দিয়ে তার গলা কেটে ফেলেছিল, তার এক-তৃতিয়াংশ গলা কেটে গিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তার প্রতিবেশী এই বিভৎস দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। তিনি মালাকে দ্রুত পাশের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে বলেছিল।

"একমাস যাবৎ হাসপাতালে আমার চিকিৎসা চলছিল। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে আমি আর কখনই স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারব না"-মালা বলছিল। একমাস পর মালার মা তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল এবং কখনই আর তার স্বামীর কাছে ফিরতে দেয়নি। মালা তার মা ও সন্তানকে নিয়ে খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছিল। সে দিনমজুরীর কাজ শুরু করেছিল।

"একদিন আমাদের গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভাপতি আমার কাছে এসে আমাকে হতদরিদ্র দলের সদস্য হওয়ার জন্য বললেন। তিনি আমাকে দলের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন এবং আমি সেই দলের সদস্য হওয়ার জন্য আগ্রহী হলাম"-মালা বলছিলেন। সে দলে থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের মাধ্যমে বসতবাড়িতে সবজি চাষ, গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। সে তার প্রশিক্ষণলব্ধ শিক্ষা কাজে লাগিয়ে বাড়ির পতিত জমিতে শাক সবজি চাষ শুরু করেছিলেন। যখন সে বেশ ভাল সবজি চাষ করতে পারছিলেন, তখন সে তার প্রতিবেশির জমি বর্গা নিয়ে সবজি চাষ করতে লাগলেন।

কয়েক মাস পর, মালা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ থেকে একটি ষাঁড় গরু পেলেন। "ষাঁড় গরুটি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। আমি গরুটা পেয়ে কত খুশি ছিলাম সেটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না"- মালা বলছিলেন।

নয় মাস সেই ষাঁড় গরুটা লালন-পালন করে মোটাতাজাকরণ করে মালা গরুটা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সেই গরু বিক্রির টাকা থেকে মালা একটি বকন ও একটি ষাঁড় গরু কিনেন। এছাড়াও সে কিছু সবজি বীজ ও তার সন্তানের জন্য নতুন বই কিনেন। সে একটি ব্যাংকে একটি হিসাব খুলেন এবং তার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য কিছু টাকা জমা রাখেন। বর্তমানে তার গড় মাসিক আয় ১২০০০ টাকা। এই টাকা দিয়ে সে তার পরিবারের খরচ ও তার সন্তানের জন্য পুষ্টিকর খাবার কিনতে পারেন। এই বছর সে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে 'নির্যাতনের বিভীষিকা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন যে নারী' ক্যাটাগরীতে 'জয়ীতা পুরস্কার' পেয়েছেন।

" আমাকে উপরে উঠতে সহায়তা করার জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তা ছাড়া আমি কখনই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতাম না"-কৃতজ্ঞচিত্তে মালার স্বীকারোক্তি।

A successful entrepreneur

"I couldn't complete my academic education due to the economic crisis of my family,"-says Montaz Uddin, who is a successful agro farm owner now. "I completed my 12th class somehow, after that I was very worried about how I can complete my studies and how can I look after my family as my father is old."

Now, Muntaz Uddin is a successful Black Bengal Goat-rearing farmer and a young entrepreneur. He started his journey in 2011 with only one Black Bengal Goat. "I came to know from a community facilitator of World Vision Bangladesh that a month-long goat rearing training will take place. It was back in the year 2011. I enlisted my name for the training in assistance of the facilitator. The training was provided by Bangladesh Livestock Research Institute and organized by World Vision Bangladesh."

Later, he operated his farm by adopting the 'Rearing Goat in the semi-intensive system' technology, which he learned from the training. He utilized his 35 decimal unused land for rearing goats, where about 70 Black Bengal Goats are available now in two modern and scientific goat sheds.

"This training has completely changed my way of thinking and life. I could not have succeeded if I did not get the opportunity to participate in the training."

Muntaz Uddin, who suffered from financial hardship 10 years ago, now earns about 3.5 lakh (USD 4,375) per year by rearing goats only. He currently runs an agro-based farm with 10 cows; besides, crops and vegetables of improved technologies are also cultivated in an integrated way. Apart from being a goat rearer, he is also a goat supplier. He provides breeding services to the neighboring farmers, helps trade goats of different ages, and provides advice.

"Anyone can make him/herself self-reliant by working with honesty, devotion and in the right way. Most important thing is that s/he needs a ladder to climb up, to get motivated, and direction to the path. World Vision is the ladder to me. I am grateful to World Vision Bangladesh for helping me out. My prayer and well wishes for the prosperity of this organization."

একজন সফল উদ্যোক্তা

“আমার পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে আমি আমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারিনি”- মোনতাজ উদ্দিন, যে বর্তমানে একজন সফল খামারী, তিনি স্মৃতিচারণ করছিলেন। “খুব কষ্ট করে আমি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করতে পেরেছিলাম। যেহেতু বাড়িতে আমার বৃদ্ধ বাবা আছেন, আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম যে কিভাবে আমি আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাব আর কিভাবেই বা আমার বাড়ির খরচ যোগাব।”

বর্তমানে মোনতাজ উদ্দিন একজন সফল উদ্যোক্তা ও ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনকারী। তিনি ২০১১ সালে শুধুমাত্র একটি ছাগল দিয়ে তার এই যাত্রা শুরু করেছিলেন। “২০১১ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের একজন মাঠ সহায়তাকর্মীর কাছে আমি জানতে পেরেছিলাম যে ছাগল পালনের উপর একটি মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু হবে। আমি সেই সহায়তাকর্মীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের সহযোগীতায় সেই প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেছিলেন বাংলাদেশ গবাদীপশু গবেষণা প্রতিষ্ঠান”।

এরপর সে ‘সেমি-ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল পালন’ পদ্ধতি অনুসরণ করে তার ছাগলের খামার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি তার ৩৫ শতাংশ অব্যবহৃত জমিতে ছাগলের খামার প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে বর্তমানে প্রায় ৭০টি ছাগল রয়েছে। এই ছাগলের খামারটি আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত।

“এই প্রশিক্ষণ আমার চিন্তাধারা ও জীবন-যাত্রায় পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ না পেলে আমি কখনই সফল খামারী হতে পারতাম না”।

মোনতাজ উদ্দিন, যিনি ১০ বছর আগেও খুব কষ্টে দিনাতিপাত করতেন, বর্তমানে তিনি শুধু ছাগল পালনের মাধ্যমেই বছরে প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা কামাই করেন। তিনি বর্তমানে একটি কৃষিভিত্তিক খামার পরিচালনা করেন যেখানে তার ১০টি গরুও রয়েছে। এছাড়াও তিনি সমন্বিত উন্নত চাষ পদ্ধতিতে শস্য ও সবজি চাষ করেন। তিনি শুধু একজন ছাগল পালনকারীই নন, একজন ছাগল বিক্রেতাও। তিনি তার প্রতিবেশী খামারীদের ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করেন, ছাগল বিক্রয়ে সহযোগীতা করেন এবং বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করেন।

“সততা, একাগ্রতা ও সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার মাধ্যমে যে কেউই আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। সবচেয়ে বড় বিষয় হল প্রত্যেকেরই উপরে ওঠার জন্য একটি সিঁড়ির প্রয়োজন হয়, অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য ও সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য সহায়তা প্রয়োজন হয়। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ আমার জন্য সেই সিঁড়ি, সেই সহায়ক। আমাকে সহযোগীতা করার জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতির প্রার্থনা আর শুভ কামনা করি”।

Darkness to light: the life of Shipon Paul

Life has ups and downs. But in the case of Shipon Paul and his family, the experience was only the 'downs' unless there came the light of education, education that changed their lives forever!

Mollickbari is a beautiful village under Mollickbari union. But the agony of poverty is high due to limited income sources. Shipon Paul and his parents, along with his two other siblings, were struggling with poverty. The only bread-earner father had little to support with their basic needs. Where twice a meal was difficult to meet for the family, education was mere daydreaming.

Despite a life full of struggle, little Shipon was only 5 or 6 years of age, as he remembers when he was enrolled in primary school. In the year 2005, he was enrolled as a registered child of World Vision Bangladesh. The story of change starts from there.

Shipon was supported with education materials like notebooks, school bags, necessary items, and tuition fees which was a matter of great relief for his father and the family. His teachers were very supportive and closely connected to him. Besides taking care of Shipon's education, World Vision Bangladesh also taught him, his family, and community WASH and personal hygiene practice and the obstacles to and necessity of girls and women empowerment.

Shipon utilized the scopes he was blessed with, and he concentrated on his study with a high spirit of changing his and his family's fate. During his Higher Secondary Education, he saw a job circular of Bangladesh Army (defense) and applied for the position. Later on, he successfully secured the place and started serving the defense sector. Shipon is an Army Officer now. "I can't express my gratitude to World Vision in words, it has brought me to light from the darkness."

"WVB creates a friendly environment around the people it works with. This approach changed my life positively. Our family life is changed. Our family's socio-economical position has changed. Our neighbors love us. Our networking is increasing. I am dependable on myself. Pray for my life that I can lead a peaceful and sustainable life with dignity and I could lead our community & children for their wellbeing".

অন্ধকার থেকে আলোতে: শিপন পালের জীবন

জীবনে উত্থান-পতন আছেই, কিন্তু শিক্ষার আলো আসার আগে শিপন পালের জীবন ছিল শুধুই অন্ধকারাচ্ছন্ন। শিক্ষা তার জীবনই পরিবর্তন করে দিয়েছে।

মল্লিকবাড়ি ইউনিয়নের একটা সুন্দর গ্রাম মল্লিকবাড়ি। কিন্তু এই সুন্দর গ্রামে সীমিত আয়ের উৎসের কারণে দারিদ্রের করাল গ্রাস ছেয়ে রেখেছে। শিপন পাল তার বাবা-মা ও অন্য দুই ভাইয়ের সাথে দারিদ্রের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে চলছিল। তার পিতার একমাত্র আয়ের উৎসই ছিল তাদের পরিবারের পাথেয়। যেখানে দিনে দুইবেলা খাবার যোগানোই ছিল কষ্টকর, সেখানে শিক্ষার সুযোগ ছিল দিবাস্বপ্নের মত।

শিপনের বয়স যখন ৫ কি ৬ বছর, তখন সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে সে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের একজন নিবন্ধিত শিশু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তার পরিবর্তনের গল্পের শুরু সেখানেই।

সেই সময় থেকেই শিপন ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ থেকে শিক্ষার সহায়তা পাওয়া শুরু করেছিল। সে নোট বুক, স্কুল ব্যাগ, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ পেত। সবচেয়ে বড় বিষয়, সে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ থেকে তার পড়াশোনার যাবতীয় আর্থিক খরচ সহায়তা হিসেবে পাচ্ছিল, যেটা তার পরিবারের জন্য একটি বড় উপশম। তার শিক্ষকগণ খুবই সহায়ক ছিলেন এবং শিপনের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখতেন। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ শিপনকে শুধু শিক্ষা উপকরণ দিয়েই সহায়তা করেনি, বরং তাকে ও তার পরিবারকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ যেমন ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করার পদ্ধতি, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েও সহায়তা করেছে।

শিপন যে সহায়তাগুলো পেয়েছিল, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল। সে তার ও তার পরিবারের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিল। সে যখন উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র, তখন সে বাংলাদেশ আর্মিতে যোগদানের একটি বিজ্ঞাপন দেখে এবং সেখানে আবেদন করে। এরপর সে সেখানে ভর্তি হয় এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীতে সেবা করার সুযোগ পায়। শিপন বর্তমানে একজন আর্মি অফিসার। "ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছে এই প্রতিষ্ঠান"।

তিনি আরো যোগ করেন, "ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ যেখানেই কাজ করে, সেখানেই একটা সুন্দর বন্ধুসুলভ পরিবেশ তৈরী করে নেয়। এই বিষয়টাই আমার জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়েছে, আমার পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের ভালবাসে। আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি এখন স্বনির্ভর। আমার জন্য প্রার্থনা করবেন যেন আমি একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারি এবং এলাকার এবং এলাকার শিশুদের কল্যাণের জন্য কাজ করে যেতে পারি"।

Chasing my dreams

My name is Monika Rani Das, and I am a registered child of World Vision Bangladesh. I dream of becoming well-educated & self-dependent. This is both a desire and a need for my family and me since I want to help my family escape poverty.

I am the only daughter of my parents. My father is a farmer, and insolvency has been constant. Bearing educational costs in such a situation is a tremendous burden for my family. Since getting enrolled as a registered child in 2007 I have had various life skill training sessions that positively motivated me. Whatever I learn, I shared those with my family, school, and community so that they can also get benefitted. World Vision has also skilled me to communicate with the local government, and now I have a good network with them.

I know I have to study hard and take the lead in my life and my family's. Seeing my efforts, my parents push themselves hard to develop me by providing the supports they can ensure. They try their best to ensure my nutrition and ensure a safe environment for me. I feel the urge to contribute to society for which I keep the environment clean and inspire our community people as well.

From World Vision Bangladesh, I have learned primary health care. My parents have availed several life skill sessions, too, which changed their perspective towards life significantly. World Vision has also capacitated me to contribute my opinion to my family.

I belong to an economically vulnerable family. I am thankful to my family for all the support and compromises they have made to succeed. But without the support of World Vision, it wouldn't have come true. I did well in the Secondary School Certificate (SSC) examination and the Higher Secondary Certificate (HSC) examination. I have secured GPA-5.00 in HSC from Bhaluka Degree College, Mymensingh. In Bhaluka Upazila, only two students got GPA-5 in the HSC exam. I am one of them. Now I am thriving to get myself enrolled in the University of Dhaka. Please keep me in your prayers to succeed in life so that I could bring positive and sustainable change to my family and contribute to society.

আমার স্বপ্নযাত্রা

আমার নাম মণিকা রাণী দাস, আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের একজন নিবন্ধিত শিশু। আমি সুশিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল একজন মানুষ হতে চাই। এটা আমার জন্য শুধু একটা স্বপ্নই না, বরং আমার ও আমার পবিরারের একটি চাহিদা। আমি আমার পরিবারকে দারিদ্রমুক্ত করতে চাই।

আমি আমার বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যা। আমার বাবা একজন কৃষক এবং দারিদ্রতা আমাদের নিত্যসঙ্গী। এই অবস্থায় আমার পরিবারের জন্য আমার শিক্ষার খরচ বহন করা খুব কষ্টেকর। ২০০৭ সালে, নিবন্ধিত শিশু হওয়ার পর থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ থেকে আমি বিভিন্ন জীবনমুখী শিক্ষা পাই যেটা আমাকে ইতিবাচকভাবে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে। আমি যেটাই শিখি, সেই শিক্ষাটাই আমি আমার পরিবার, এলাকার মানুষ ও স্কুলের সহপাঠীদের সাথে সহভাগীতা করি যেন তারাও কিছু শিখতে পারে। ওয়ার্ল্ড ভিশন আমাকে শিখিয়েছে কিভাবে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে চলতে হয়। এখন আমার স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে ভাল যোগাযোগ রয়েছে।

আমি জানি আমাকে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে এবং আমার ও আমার পরিবারের হাল ধরতে হবে। আমার এই সদিচ্ছা দেখে আমার বাবা-মা তাদের সামর্থ অনুযায়ী আমাকে যথাসাধ্য সহায়তা করেন যেন আমি ঠিকমত পড়াশোনা করতে পারি। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন যেন আমার পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয় এবং আমার জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ দিতে পারেন। আমি সবসময় আমার এলাকা ও সমাজের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করি, সেজন্য আমি আমার সাধ্যমত কাজ করি এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি করি যেন তারাও সমাজের জন্য কিছু করে।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের কাছ থেকে আমি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আমার বাবা-মাও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ থেকে কিছু জীবনমুখী শিক্ষা পেয়েছে যেটা তাদের জীবনের প্রতি চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আমার পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদানের শিক্ষাও আমি এই প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছি।

আমি খুব দরিদ্র পরিবারের সন্তান। আমার পরিবার আমার সফলতার জন্য যা কিছু করছে, সেজন্য আমি আমার পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের সহায়তা ছাড়া এটা কোনওদিনও সম্ভব হত না। আমি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিকেও ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারছি। আমি উচ্চ মাধ্যমিকে ভালুকা ডিগ্রী কলেজ থেকে জিপিএ-৫ লাভ করেছি। ভালুকা উপজেলায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শুধুমাত্র দুইজন জিপিএ-৫ অর্জন করতে পেরেছে, তার মধ্যে আমি একজন। আমি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছি। আমার জন্য প্রার্থনা করবেন যেন আমি জীবনে সফল হতে পারি, আমার পরিবার ও সমাজের জন্য টেকসই এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি।

Nothing is difficult

"Today I am leading a peaceful and comfortable life with my family," said Md. Hamidul Islam (Alamgir). I have a painful past with so many difficulties and obstacles in my life. I was born in a poor, needy and large family. Our parents could not feed us twice a day. Every day I fought against the war of my life to stand my own feet. I have spent my childhood and youth with uncertainty, and I was aimless and helpless. But, inside, I always wanted to do something's good for my family and me. In this circumstance, I have continued my studies. When I was a student of the Higher Secondary Certificate (HSC) examination, I got the chance to work with World Vision Bangladesh, Bhaluka. I took this opportunity and carefully carried out my responsibilities. I received one year PTI course from WVB in 2010. It was the turning point of my life. This course increased my self-confidence. Then I started my studies again, and I completed BSS.

Now, I am an Acting Head Teacher of Panivanda Government Primary School. I am sure that if I had not received the PTI course, I would not get this job. Also, if WVB would not have shown me the way, I could never become a teacher. I will never forget the blessing of WVB. Now, I have a dignified life with my family, where I have my wife and a son. I am proud of where I was and now who I am! I have learned from WVB to work for children and their well-being, and I commit to continuing that as of now in school and the future.

I am happy and thankful to World Vision for allowing me to receive that course and making me a person who the people of my society value. Nothing is complicated if we know how to make that easy. I was helpless, aimless, from a neglected family, but I have overcome all the difficulties now.

Hamidul Islam shares his commitment to stand beside children in need whenever and wherever it is required to rescue and protect them from violence. Hamidul Islam Alamgir adds, "I have received blessings from WVB, I wish others get the same blessings from this beautiful organization. I wish brilliant success of this organization".

কোন কিছুই কঠিন না

"বর্তমানে আমি আমার পরিবার নিয়ে খুব সুখী জীবন-যাপন করছি"-বলছেন মো: হামিদুল ইসলাম (আলমগীর)। আমার একটা খুব কষ্টের অতীত আছে যেখানে খুব কষ্ট ও বাধা ছিল। আমি একটি খুব গরীব, অভাবী ও বড় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমার বাবা-মা আমাদের দৈনিক দুইবেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারতেন না। আমি প্রতিনিয়ত নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য যুদ্ধ করতাম। আমি খুব অনিশ্চয়তার সাথে আমার শৈশব ও যৌবন পার করেছি, আমার কোনও লক্ষ্য ছিল না আর আমি খুব অসহায় ছিলাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি সবসময় আমার নিজের ও পরিবারের ভাল কিছু করার তাগিদ অনুভব করতাম। এই অবস্থায়ও আমি আমার পড়াশোনা চালিয়ে গেছি। যখন আমি উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র ছিলাম, আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের ভালুকা এপিতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি সেই সুযোগটা গ্রহণ করেছিলাম এবং সতর্কতার সাথে এটার দায়িত্ব পালন করছিলাম। ২০১০ খ্রীষ্টাব্দে আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ থেকে পিটিআই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এটাই ছিল আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার সন্ধিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণ আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে সহযোগিতা করেছিল। এরপর আমি আবার আমার পড়াশোনা শুরু করেছিলাম এবং স্নাতক সম্পূর্ণ করেছিলাম।

বর্তমানে আমি পানিবান্ধা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে আমি যদি পিটিআই প্রশিক্ষণ না গ্রহণ করতাম, তবে এই চাকরি আমি পেতাম না। তাছাড়াও, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ যদি না আমাকে পথ দেখাত, তাহলে আমি কখনই শিক্ষক হতে পারতাম না। আমি কখনই ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের আশীর্বাদ ও অবদান ভুলতে পারব না। বর্তমানে আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে একটি সম্মানজনক জীবন-যাপন করতে পারছি। আমি এটা ভেবে খুব গর্ববোধ করি যে আমি কোথায় ছিলাম আর বর্তমানে আমি কোথায়! আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের কাছ থেকে শিখেছি কিভাবে শিশুদের কল্যাণের জন্য কাজ করতে হয়, আমি বর্তমানে আমার স্কুলে ও ভবিষ্যতেও শিশু কল্যাণের জন্য কাজ করার অঙ্গীকার করছি।

আমাকে পিটিআই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, একই সাথে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে সমাজের একজন সম্মানজনক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। যদি আমরা জানি যে কঠিন কাজগুলোও কিভাবে সহজে করতে হয়, তাহলে কোনওকিছুই আমাদের জন্য কঠিন না। আমি অসহায় ছিলাম, আমার কোনও লক্ষ্য ছিল না, আমি খুব অবহেলিত একটা পরিবার থেকে উঠে এসেছি, কিন্তু বর্তমানে আমি সবকিছুই জয় করতে পেরেছি।

হামিদুল ইসলাম শিশুদের সহিংসতা থেকে রক্ষা এবং সুরক্ষা প্রদানের জন্য যখনই এবং যেভাবেই শিশুদের পাশে দাড়ানোর প্রযোজন, সেখানে তার থাকার বিষয়ে অঙ্গীকার প্রদান করেছেন। এছাড়াও তিনি বলেন, "আমি ওয়ার্ল্ড ভিশনের কাছ থেকে যে আশীর্বাদ পেয়েছি, আমি আশা করি অন্যরাও এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সেই আশীর্বাদ পাবে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি"।

Joya's Exemplary Result

"I always had a dream to do better in my studies," says Farhana Akhter Joya, who is in 8th grade in a Madrasah. She achieved the certificate of 'Best student' under the Bhaluka Madrasah Board this year. She lives with her parents and two younger brothers.

"My mother died just after my birth," cries Joya. "My father was in deep trouble to take care of me in absence of my mother."

Joya's father is a farmer. He had to earn wages along with taking care of me. That was a tough time. Joya's father did his second marriage to look after his daughter.

"My stepmother never let me feel the lack of my mother. She always took great care of me", says Joya.

Joya is a registered child of World Vision Bangladesh. She got some educational support from the organization. She also got some GNs that supported her in her education.

"Joya's father earns very little from agricultural works. It is very difficult for him to bear the educational expenses. We would like to thank World Vision for supporting us with Joya's education" Mofashera Akhter, Joya's stepmother, expresses her gratitude.

Joya's brilliant result created a significant impact on her community. Children in her community are more encouraged to do better in their studies. "Children of our village are highly encouraged seeing the success of Joya," says Md. Ibrahim, VDC Chairman.

Joya has a painful past. However, overcoming all the challenges, she became a successful student in Upazila. Joya is an example in her village. She dreams of being a teacher in the future. "I wish I can spread my learnings amongst the children by becoming an ideal teacher in the future," visions Joya, the best Madrasah student of Bhaluka Madrasah Board.

জয়ার দৃষ্টান্তমূলক ফলাফল

“পড়াশোনায় ভাল করা সবসময়ই আমার কাছে আকাঙ্ক্ষিত ”-বলছিলেন ফারহানা আক্তার জয়া। সে মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। সে ভালুকা মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ‘সেরা ছাত্রী’ নির্বাচিত হয়েছেন। সে তার বাবা-মা ও দুই ভাই নিয়ে বসবাস করে।

“আমার জন্মের পরপরই আমার মা মারা যান”-অশ্রুসিক্ত চোখে জয়া বলছিল। “আমার মায়ের অবর্তমানে বাবা আমার দেখাশোন করা নিয়ে খুব বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন”।

জয়ার বাবা একজন কৃষক। জয়াকে দেখাশোনা করার পাশাপাশি তাকে অর্থ উপার্জনের জন্য কাজও করতে হত। সেই সময়টা খুব কষ্টের ছিল। জয়ার বাবা শুধুমাত্র তার দেখাশোনা করার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করেন।

“আমার সৎমা কখনই আমাকে মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। তিনি সবসময়ই আমার দারুণ খেয়াল রাখেন”-জয়া বলছিলেন।

জয়া ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের একজন নিবন্ধিত শিশু। সে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের কাছ থেকে পড়াশোনার জন্য শিক্ষাসামগ্রী পেয়েছে। এছাড়াও সে তার স্পন্সরের কাছ থেকে কিছু আর্থিক সহায়তা পেয়েছে যেটা তার পড়াশোনার ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে।

“জয়ার বাবা কৃষিকাজ করে খুব সামান্য আয় করেন। তার জন্য জয়ার পড়াশোনার খরচ যোগানোটা খুব কষ্টকর। জয়ার পড়াশোনার খরচ বহন করার জন্য আমরা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞ”–মোফাশেরা আক্তার, জয়ার সৎমা কৃতজ্ঞতার সাথে বলছিলেন।

জয়ার এই ফলাফল এলাকায় খুব বড় প্রভাব ফেলেছে। এলাকার শিশুরা এখন ভাল ফলাফলের জন্য আরো উৎসাহিত হয়েছে। “এলাকার শিশুরা জয়ার ফলাফল দেখে তারাও ভাল ফলাফলের জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছে”-বলছিলেন ইব্রাহিম হোসেন, গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভাপতি।

জয়ার একটি দুঃখের অতীত আছে। তারপরও সে সকল বাধা অতিক্রম করে উপজেলার মধ্যে একজন সফল ছাত্রী। জয়া তার গ্রামের মধ্যে একজন উদাহরণ। সে ভবিষ্যতে শিক্ষিকা হতে চায়। “আমি একজন আদর্শ শিক্ষিকা হয়ে আমার অর্জিত জ্ঞান গ্রামের শিশুদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই”-জয়ার স্বপ্ন।

Knowledge is strength

For a mother, the best gift is a healthy baby. Every parent wishes their baby to be born with good health, nourishment, and disease-free.

Ratna Akter (22 years) got married two years ago. Her husband, Md. Delower Hossain is a mason. They have no house of their own and live in a neighbor's house. Their financial condition was very poor. Ratna longs to become a mother, but their financial situation disheartened her.

One day she participated in a meeting organized by WVB on caring for adolescent, pregnant and lactating mothers. From the meeting discussion, she understood that awareness and knowledge are the most vital resources than money. She found hope. After that, she kept regular communication with the local World Vision representatives and received needful suggestions.

After some days, Ranta became pregnant. She regularly visited Community Clinic every month and was under necessary supervision and followed necessary instructions like taking proper rest, having iron tablets throughout her pregnancy, and having other food than that of regular time. WVB representative also discussed with her husband about caring for her wife at this time. Ratna knew about the five danger signs of pregnancy period. Her husband started to savings for the critical moment of delivering a new baby.

7 days before the delivery, Ranta felt that baby was not moving much. She informed her local Community Promotor. CP immediately went to her house and advised her to go to the hospital. They went to the hospital, and doctors found that there was not enough liquid in her placenta for the baby's movement. Then the doctor suggested her Caesarean section delivery. Ratna was taken to the Upazila Health Complex during her delivery for the sake of the new baby's and her health.

Finally, the couple got a healthy baby girl, weighed 2.7 kg. Ratna Emotionally says, "Allah fulfilled my life. I am the happiest person in this world at this moment. I would like to thank WVB who is always beside me and encourages me. I will be always grateful to WVB."

She is continuing her postpartum follow-up (Post Natal Care- PNC) services. Ranta plans to raise her child by maintaining the health messages she received from WVB. She confirms that she will ensure all the necessary vaccines for her child and motivate others to take all services.

জ্ঞানই শক্তি

রত্না আক্তার (২২ বছর) বিয়ে করেছিলেন দুই বছর আগে। দরিদ্র পরিবারের মেয়ে বলে পড়াশুনা নেই বললেই চলে। স্বামী একজন রাজমিস্ত্রী। স্বামীর বাড়ীর আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে থাকার জন্য নিজের ঘরও ছিলনা, তাই পরের বাড়ীতে থাকতেন। রত্না মনে মনে মা হওয়ার স্বপ্ন বুনে কিন্তু স্বামীর আর্থিক অবস্থার কথা মনে হলে, আবার মা হওয়ার স্বপ্ন চলে যায়।

একদিন সে ওয়ার্ল্ড ভিশন ভালুকা এপি কর্তৃক আয়োজিত কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের যত্ন বিষয়ক সভায় অংশগ্রহন করেন। মিটিং শেষে তিনি বুঝতে পারেন যে সচেতনতা ও জ্ঞান টাকার চেয়েও অনেক বড় শক্তি। তারপর থেকে তার মধ্যে আশার সঞ্চার হলো। সে ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রতিনিধির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং পরামর্শ নিতেন। রত্না এসব বিষয় তার স্বামীর সাথে শেয়ার করে এবং তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা সন্তান নেবেনে।

কিছুদিন পর রত্না গর্ভবতী হলেন। তিনি নিয়মিত কমিউনিটি ক্লিনিক ও ওয়ার্ল্ড ভিশনের কর্মীর সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং গর্ভকালীন সব যত্নাদি যেমন, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, সময়মত খাবার গ্রহন ইত্যাদি মেনে চলতেন। ওয়ার্ল্ড ভিশনের কর্মী তার স্বামীর সাথেও গর্ভকালীন পরিচর্যা বিষয়ে আলোচনা করতেন ও এ সময়ে কর্তব্য নিয়ে বুঝাতেন। রত্না গর্ভকালীন পাঁচটি বিপদ চিহ্ন সম্পর্কে জেনেছিলেন। তার স্বামী প্রসবকালীন বিপদের কথা বিবেচনা করে কিছু কিছু সঞ্চয় করতে শুর" করেন এবং ভেবে রাখেন তার স্ত্রী ও অনাগত সন্তানের নিরপত্তার জন্য তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাবনে।

সম্ভাব্য সন্তান প্রসব তারিখের সাতদিন পূর্বে রত্না অনুভব করেন যে তার সন্তান পর্যাপ্ত নড়াচড়া করছে না। সাথে সাথে বিষয়টি কমিউনিটি প্রোমোটরকে অবগত করেন। কমিউনিটি প্রোমোটর তার বাড়ীতে আসে এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ডাক্তার দেখেন যে শিশুর নড়াচড়ার জন্য যথেষ্ট পরিমান পানি নেই। ডাক্তার তাকে সিজারিয়ান সেক্টরে প্রেরণ করেন।

পরিশেষে এই দম্পতি ২.৭ গ্রাম ওজনের ফুটফুটে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। আবেগতাড়িত কণ্ঠে রত্না বলেন, " আল্লহ আমার জীবন পূর্ণ করেছেন। এই মূহূর্তে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। আমি ওয়ার্ল্ড ভিশনকে ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ তারা সবসময় আমার পাশে থেকে আমাকে পরামর্শ ও উৎসাহ যোগিয়েছে। আমি ওয়ার্ল্ড ভিশনের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।"

রত্না তার প্রসবোত্তর সেবা নিতে শুর" করেন। সকল পরামর্শ মেনে নিয়ে রত্না তার কন্যাকে সকল প্রকার টীকা দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে পণ কওে যে সে সমাজের অন্য মহিলাদের গর্ভকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা সম্পর্কে সচিতন করবে।

Life is a struggle

"The key to the success of life is - struggle. The man, who takes the challenge and faces it positively, can change his life against struggle. Every man has a desire to make his/her life beautiful by his/her industry, talent, and honesty. But thousands of people do not get the scope of making life successful. I am the exception, who got the chance of making life better from a rural area with the help of World Vision Bangladesh," said Hazara Khatun very passionately.

Hazara Katun has no literacy. She got married at a very early age. She has two sons and a daughter. With the bit of income of the day laborer husband, Hazara, and the family passed through challenging times. It was difficult for them to maintain family nutrition, education, and health. Hazera and her husband both were depressed and were looking for ways to recover from this unwanted situation.

Finally, in 2011, Hazara was enrolled in CBO and started savings. She was selected for three days of training on cattle rearing from WVB. She participated in the training with full enthusiasm. After that, she determined that she would start her business on livestock rearing and planned how capital would be managed. Hazara got a loan from CBO, purchased a cow, and reared it according to the learning from training.

Now she has a dairy farm where she has five cows, out of which she gets milk from two. Every day, she gets 6 liters of milk and sells them at BDT 50 per litter. In the evening time, she receives another one-liter milk that her family members consume. On average, she earns about BDT 10,000 per month, excepting all kinds' expenses for cow rearing. She is an enlisted cow rearer of DLS. Her husband is now operating a tea stall at the local market with the help of her savings money from cow rearing. From this shop, the family gets another BDT 12,000-14,000. Hazara's daughter has participated in SSC this year, another son (Ex-RC-2836) is studying in class five. Their elder son has gone aboard.

Hazara wants to be a prosperous dairy farm owner and to create employment opportunities for other unemployed women. In the reporting year, she won the "Joyeeta award" at the Upazila level. It was the result of her hard work and honesty.

"I am now living in a semi-pucca house with my family members. It's amazing for me. It has been only possible through my dedication, passion, and determination for moving the life towards where WBV worked as a catalyst" Hazara says with tears in her eye.

জীবনটাই যুদ্ধ

”জীবনে সফলতার মূল মন্ত্র হলো যুদ্ধ। যারা এই চ্যালেঞ্জকে আত্মবিশ্বাসের সাথে মোকাবেলা করতে পারে, তারাই জীবন যুদ্ধে জয়ী হন। প্রত্যেকে মানুষই তার জীবনকে পরিশ্রম, মেধা ও সততার দ্বারা সুন্দর করে গড়ে তোলার একটি আকাংখা পোষন করেন। কিন্তু হাজারো মানুষ সেই সুযোগ পায়না। আমিই ব্যতিকক্রম, অত্যন্ত আজোপাড়া গাঁয়ে বাস করেও ওয়ার্ল্ড ভিশনে সহযোগিতায় ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছি” আবেগজড়িত কণ্ঠে বলছিলেন হাজেরা খাতুন।

হাজেরা খাতুন ছোটবেলায় শিক্ষার সুযোগ পায়নি তাই অল্প বয়সেই তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তাদের পরিবারে আসে দুই ছেলে সন্তান ও একজন মেয়ে কন্যা। দিনমজুর স্বামীর স্বল্প আয়ে পাঁচ সদস্যদের পরিবার চালাতে হিমশিম খেতে হয় হাজেরা বেগমকে। তাই পরিবারের সবার পুষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা ছিল স্বপ্নের বিষয়। হাজেরা ও তার স্বামী দুজনেই হতাশার মধ্যে ছিলেন এবং এ বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজতে থাকেন। অবশেষে ২০১১ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন কর্তৃক পরিচালিত সিভিও প্রকল্পে সদস্য হন এবং সঞ্চয় করতে শুরু করেন।

কিছুদিন পর ওয়ার্ল্ড ভিশন কর্তৃক আয়োজিত গবাদিপশু পালন বিষয়ক তিন দিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রশিক্ষণে সময় দেন এবং মনস্থির করেন যে তিনি গরু পালন করেই তিনি তার অবস্থার পরিবর্তন করবেন। পুঁজি সংগ্রহের পরিকল্পনা করছিলেন। হাজেরা সিবিও থেকে লোন নিয়ে একটি গরু ক্রয় করেন এবং প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে গরু পালন করেন।

তার এখন পাঁচটি গরুর একটি খামার আছে। দুটি গরু দুধ দেয় তাতে ছয় লিটার দুধ হয় যা বাজারে পঁঞ্চাশ টাকা দরে বিক্রি করেন। বিকেলে আরো এক লিটার দুধ হয় যা তার পরিবারের সদস্যরা খেয়ে পুষ্টির চাহিদা পুরণ করছে। প্রতিমাসে গড়ে তার পরিবরের আয় এখন ১০০০০.০০ টাকা। সে এখন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তালিতাভুক্ত কৃষক। তার স্বামী স্থানীয় বাজারে চায়ের দোকান চালায় যার পুঁজির যোগান দেয়া হয়েছে দুধ বিক্রির টাকা থেকে। দোকান থেকে প্রতিমাসে আয় ১২০০০.০০-১৪০০০.০০ টাকা। এ বছর হাজেরার কন্যা এস এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহন করবে। আরেক ছেলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছে। দুধ বিক্রি ও দোকানের আয় থেকে বড় ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়েছে, যা থেকে ও ভাল আয় পরিবারে যুক্ত হচ্ছে।

হাজেরা একজন ভাল উদ্যোক্তা হতে চান যেখানে সে বেকার মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এ বছর সে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে সফলতার জন্য উপজেলা থেকে শ্রেষ্ঠ জয়ীতা পুরস্কার লাভ করেন যা তার কঠোর পরিশ্রম ও সততার সাক্ষ্য বহন করে।

”আমি এখন আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি পাকা বাড়ীতে বসবাস করছি যা আমার জন্য কল্পনার বিষয় ছিল। এটা শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছিল আমার উৎসর্গ, ধৈর্য এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ফসল যেখানে ওয়ার্ল্ড ভিশন উৎঘটক হিসেবে কাজ করেছে” অশ্রুসজল কণ্ঠে বলছিলেন হাজেরা খাতুন

Light of talent

Rashik Chandra Barmon is a successful entrepreneur in his village and is known by everyone. But it was not an easy journey for him against his vulnerable family and social condition. "It has become possible only because of the direct help of World Vision Bangladesh. For the position that I have now, all my appreciation goes to the best organization- World Vision Bangladesh," said Rashik Chandra very emotionally.

Rashik lives in a village named Tamat under Kachina Union. His father was a day laborer. The family used to pass days with difficulties due to insolvency. Rashik had to discontinue his education after Secondary School Certificate examination due to financial constraints. "It is very difficult to exist against poverty," he adds. After discontinuation of his studies, he joined as a facilitator in Economic Development Department, WVB, in 2008. He earned some living and contributed to the food cost of the family with his father.

Rashik Chandra took some training from World Vision Bangladesh like homestead vegetable gardening, poultry, and livestock rearing. He also took a month-long training from Veterinary Training Institution (VTI), Mymensingh, on livestock and poultry rearing management and treatment. After that, he also received another one-month-long training from Bangladesh Agricultural University (BAU) on Artificial Insemination (AI). Since then, he started practicing treatment and AI in his community. Day by day, his name started to spread in all unions as a good veterinary doctor.

In 2016, he left World Vision and concentrated on the treatment. He brought a motorbike to ensure swift services in the locality.

Rashik got married and became the father of two children. One of them is now in class ten, and the other is four years old. His wife is a teacher of a primary school run by an NGO. Rashik's father has passed away. His mother, who has grown aged, expresses thankfulness to WVB for helping to change his son's life.

Now, Rashik Chandra is a prosperous village doctor in the animal health and poultry sector and is a young entrepreneur in his community. His monthly average income is BDT 25,000-35,000 per month from treatment and AI. "Many many thanks to World Vision for taking my responsibility for increasing my livelihoods status by their advanced initiatives. All my popularity and fame in the society is only because of WVB," said Rashik Chandra.

Rashik Chandra has secured his life and wants to change his social-economic condition with his steward service positively.

প্রতিভার আলো

রসিক চন্দ্র বর্মন এলাকার একজন সুপরিচিত ও সফল উদ্যোক্তা। কিন্তু এই সফলতার যাত্রা সহজ ছিল না। "এটা শুধুমাত্র ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের সহায়তার কারণেই সম্ভব হয়েছে। আজকে আমি যেই অবস্থানে আছি, তার সমস্ত কৃতিত্ব ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের প্রাপ্য"-আবেগাপ্লুত কণ্ঠে রসিকের বক্তব্য।

রসিক, কাচিনা ইউনিয়নের তামাট গ্রামের একজন বাসিন্দা। তার বাবা ছিলেন একজন দিনমজুর। আর্থিক অনটনের কারণে তাদের পরিবার খুব কষ্টে দিনাতিপাত করত। আর্থিক অনটনের কারণে রসিক মাধ্যমিক পরীক্ষার পর পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। "অভাবের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষা করাটাই খুব কঠিন"-রসিকের সহজ স্বীকারোক্তি। ২০০৮ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পে মাঠ সহায়তাকর্মী হিসেবে যোগ দেন রসিক। তার এই আয়ে তার বাবার পাশাপাশি, পরিবারের খরচ যোগাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রসিক চন্দ্র ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ থেকে সবজি চাষ, গবাদী পশু ও হাস-মুরগী পালন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। রসিক চন্দ্র ময়মনসিংহ ভেটেরনারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট থেকে গবাদী পশু ও হাস-মুরগী পালন, ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও সে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে মাসব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর থেকে সে তার এলাকায় গবাদী পশু ও হাস-মুরগীর চিকিৎসা ও কৃত্রিম প্রজনন চর্চা শুরু করেন। দিনে দিনে এলাকায় একজন দক্ষ পশু চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

২০১৬ সালে সে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ থেকে মাঠ সহায়তাকর্মী হিসেবে কাজটি ছেড়ে দেন এবং পশু চিকিৎসায় পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। এলাকায় দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সে একটি মটরসাইকেল ক্রয় করেন।

পরবর্তীতে রসিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং বর্তমানে সে দুই সন্তানের জনক। এর মধ্যে একজন দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে এবং আরেকজনের বয়স চার বছর। তার স্ত্রী একটি বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। রসিকের বাবা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার বয়স্কা মা তার সন্তানের জীবন পরিবর্তনের জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

রসিক বর্তমানে তার এলাকার একজন সনামধন্য গবাদী ও পশু চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে তার গড় মাসিক আয় ২৫০০০-৩০০০০ টাকা। "আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশকে আমার অন্তর থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আমার জীবন পরিবর্তন করার মত উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। বর্তমানে এলাকায় আমার যে খ্যাতি ও সুনাম রয়েছে তার সমস্ত কৃতিত্বের দাবীদার ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ"-রসিকের কৃতজ্ঞচিত্তে বর্ণনা। রসিক শুধু তার নিজের জীবনের নিশ্চয়তা রক্ষাই করেনি, বরং সে তার সেবামূলক মনোভাব দিয়ে তার এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনও ঘটাতে চায়।

Nur Islam is a leader

"I was a person who used to avoid socialization, and now people call me a social welfare leader," says Nur Islam.

Nur Islam used to be an introverted person, de-touched from the societal norms, who led a simple life. "It was a turning point of my life when I participated in the event of WVB, Bhaluka. The event was to form a group with community people to bring sustainable change and cultivate a savings culture. Our villagers and WVB motivated me to get involved in this program. I took the opportunity and got membership as a development group member. I am grateful that WVB provided me with various training like leadership, savings policy, facilitation skills, accounts, and team management. I was not able to learn all things because of my limitation of education and knowledge, but I had inspiration and willingness to understand. I promised to establish an organization to serve the community and open up myself to the community.

Now, Nur Islam is the founder of a community-based organization named 'Surjer Alo.' He is the president of the CBO for a long time due to his smooth and effective leadership. WVB has provided the building in which Surjer Alo CBO is operating, but the CBO followed all the processes and fulfilled all the criteria to receive the building. Nur Islam maintains regular communication with different stakeholders, established well networking with Government departments, handles 500 hundred members, does the financial management, participates in various events, seminars and workshops. Three people currently work as an employee in this CBO. For Nur Islam's contribution to social works, community people appreciate him, and he is recognized as a great leader.

"I am happy and grateful to Bhaluka WVB, that made me a leader in my community. In my life cycle, I will never forget the name of WVB, I am proud of WVB and pray for its future success."

নূর ইসলাম একজন নেতা

"আমি সবসময়ই চেষ্টা করতাম সমাজ থেকে দূরে থাকতে, এখন সবাই আমাকে সবাই সমাজের নেতা বলে"-বলছেন নূর ইসলাম।

নূর ইসলাম ছিলেন একজন আত্মকেন্দ্রিক, সামাজিক রীতি-নীতি বিবর্জিত, একজন সাধারণ মানুষ। "ভালুকা এপি, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছিল আমার জীবনের সন্ধিক্ষণ। অনুষ্ঠানটি ছিল এলাকার জনগণের সমন্বয়ে এলাকার দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন ও সঞ্চয় মনোভাব গঠনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। আমাদের গ্রামবাসী ও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমি এই সুযোগটা গ্রহণ করেছিলাম এবং উন্নয়ন দলের একজন সদস্য হয়েছিলাম। নেতৃত্ব বিকাশ, সঞ্চয় নীতিমালা, অনুষ্ঠান পরিচালনা, হিসাব সংরক্ষণ, দল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞ। যদিও এসব প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ বিষয়গুলো বোঝার মত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও জ্ঞান আমার ছিল না, কিন্তু আমার অদম্য ইচ্ছা ছিল বিষয়গুলো বোঝার। আমি এলাকার জনগণকে সেবা করার মত এবং আমাকেও আরো উন্মুক্ত করার একটি প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম।"

এখন নূর ইসলাম 'সূর্যের আলো' নামক একটি কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশনের একজন প্রতিষ্ঠাতা। তার দৃঢ় ও দক্ষ নেতৃত্বের কারণে সে দীর্ঘ সময় এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। 'সূর্যের আলো' প্রতিষ্ঠানটি যে ভবনে পরিচালিত হয়, সেই ভবনটি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ নির্মাণ করে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের কাছ থেকে ভবন পাওয়ার জন্য যত নিয়ম-কানুন ও প্রক্রিয়া রয়েছে তার সবকিছুই পালন করেছে। নূর ইসলাম প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অংশীদারদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করেন, সরকারী বিভিন্ন বিভাগের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছেন, প্রতিনিয়ত তিনি পাঁচ শতাধিক সদস্যদের যোগাযোগ রক্ষা করেন, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা করেন, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে তিনজন কর্মী কর্মরত আছেন। সমাজে নূর ইসলামের অবদানের জন্য সমাজের মানুষ তার খুব প্রশংসা করেন। তিনি এলাকায় একজন সফল নেতা হিসেবে পরিচিত।

"আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের প্রতি খুব সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ, কারণ এই ওয়ার্ল্ড ভিশনই আমাকে এলাকার নেতা হওয়ার জন্য সহায়তা করেছে। আমার জীবনের জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশনের যে অবদান তা আমি কখনই ভুলব না। আমি ওয়ার্ল্ড ভিশনের জন্য গর্বিত এবং সবসময় এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি"।

People call me A Doctor

"It is my pleasure when people call me as a doctor. I am happy and leading a sound life with my family and relatives", said Md. Sharif Hossain.

I was living hand to mouth and leading life aimlessly. I was not finding any way to bring happiness to my life. It was the turning point of my life when I contacted Bhaluka Area Program and was selected as a facilitator. This took this opportunity cordially and started my new journey.

I was born in an impoverished family. Due to poverty, I could not become a higher educated person. After completing my Higher Secondary Certificate (HSC) examination, I joined World Vision Bangladesh as a facilitator and started working for the poor and vulnerable children and ensuring the community's wellbeing. During that time, I got the chance to receive one-month-long training from Veterinary Training Institution (VTI), Mymensingh, on livestock and poultry rearing management and treatment. After that, I also received another one-month-long training from Bangladesh Agricultural University (BAU) on Artificial Insemination (AI) with the support of Bhaluka AP.

Now, I am a successful village doctor in the animal health and poultry sector and known as a young entrepreneur in my community. I am leading a good life. People of my community honor me.

Md. Sharif Hossain is now a renowned veterinary doctor in his locality. His monthly average income is BDT 25,000-35,000 per month. He got married and has two daughters (14 and 8 years). He also helps low-income families by providing treatment to both humans (primary) as well as animals.

I am happy and appreciative to World Vision for giving me a chance to receive training and build income sources. I think that it is true "Failure is not the opposite of success; it is part of success." I lost my aim in life once, but now I am a successful person.

মানুষ আমাকে ডাক্তার বলে ডাকে

“মানুষ যখন আমাকে ডাক্তার বলে ডাকে, আমার খুব ভাল লাগে। আমি খুব খুশি, আমি আমার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করছি”-মো: শরীফ।

আমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে জীবন-যাপন করছিলাম, দিনে এনে দিনে খেয়ে জীবন চালাচ্ছিলাম। আমার জীবনে সুখের কোনও উপায়ই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি যখন ভালুকা এপি, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের মাঠ সহায়তাকর্মী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম, সেটা ছিল আমার জীবনের সন্ধিক্ষণ। আমি আন্তরিকভাবে এই সুযোগটা গ্রহণ করেছিলাম এবং আমার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছিলাম।

আমি একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আর্থিক অনটনের কারণে আমি উচ্চতর পড়াশোনা করতে পারিনি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের একজন মাঠ সহায়তাকর্মী হিসেবে যোগদান করি এবং এলাকার দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু এবং এলাকার জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ শুরু করি। সেখানে কর্মরত অবস্থায়ই আমি ময়মনসিংহের ভেটেরেনারী প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট থেকে মাসব্যাপী গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগী পালন ও চিকিৎসার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এছাড়াও আমি ভালুকা এপি, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের সহায়তায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাসব্যাপী গবাদী পশুর কৃত্রিম প্রজননের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি।

বর্তমানে আমি এলাকার একজন সফল গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগীর চিকিৎসক এবং এলাকার একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত। আমি খুব ভাল জীবন-যাপন করছি। এলাকার মানুষ আমাকে খুব সম্মান করে।

বর্তমানে মো: শরীফের গড় মাসিক আয় ২৫০০০-৩০০০০ টাকা। ব্যক্তিগত জীবনে সে বিবাহিত ও তার ১৪ ও ৮ বছরের দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। সে এলাকার দরিদ্র জনগণের প্রাথমিক চিকিৎসা ও গবাদী পশু ও হাস-মুরগীর চিকিৎসা প্রদান করে।

“আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে এই প্রশিক্ষণগুলো গ্রহণ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যেটা বর্তমানে আমার আয়ের প্রধান উৎস। আমি মনে করি ব্যর্থতা সফলতার উল্টা পিঠ নয়, বরং এটা সফলতারই একটা অংশ। একসময় আমার জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে আমি একজন সফল মানুষ।”

"Nothing is Impossible"

"World Vision Bangladesh helped me to live my life with dignity by overcoming my adverse situation," says Fahima Akter, UPG member of Anindita Women Graduation Group. Before joining the group, her family condition was vulnerable. The family used to suffer from hunger and had an unsuitable home to live in. She says, "My children were irregular to school. There was no hygienic latrine and most of all no peace in our family life. Our economic condition was very miserable. I had no power to raise my voice in family issues or society due to lack of proper knowledge and ignorance".

Fahima joined as a member of the Ultra Poor Graduation group in the year 2017. "After becoming a member of the Ultra poor graduation group, my communication skill has increased, and I can now communicate with others smoothly," she adds. Fahima has received homestead gardening training from World Vision Bangladesh and also vegetable seeds. Pointing to the bagging method, she says, "Now I have homestead-based gardening round the year, and its meets up my family nutrition." She has also earned BDT 10,000 from growing vegetables since the training till now. "I have also received training on cattle rearing from World Vision Bangladesh and received one Ox. I see a dream of a future when I will have my cow farm and become an entrepreneur. I currently have a small tea stall and from which I get a BDT 500 per day income. I have also brought one auto Rickshaw which is operated by my husband"'.

Fahima Akter says that she regularly attends group meetings which help her to increase knowledge on various issues like- early marriage and its adverse impact, Child Protection, dowry, poverty, social structure, etc. "Now I can raise my voice and can join any social and group program. I can give my opinion and ensure my voice is counted. I can easily bear expenses of education, nutritious food, and health care of our children".

Now my dream is to educate my children and no marriage before 18. In the future, I want my family to have a safe home and good sanitation. I am happy that I can contribute to the development of our family besides my husband.

কোন কিছুই অসম্ভব নয়

“ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ আমাকে মর্যাদার সাথে বসবাস করতে এবং সমস্ড় প্রতিকূলতাকে জয় করতে শিখিয়েছে” বলেছেন ফাহিমা আক্তার যিনি "অনিন্দিতা হতদরিদ্র মহিলা গ্রাজুয়েশন দলের সদস্য " । এই গ্র“পে যোগদানের আগে তার পরিবারের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল । ঘরে পর্যাপ্ত খাবার ও ভালো ঘর ছিল না । সে বলেন, আমার সন্ড়ান স্কুলে ঠিকমতো যেত না ভালো লেট্রিন এবং পরিবারে শান্ড়ি ছিল না । পরিবারে আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল পরিবারে সমাজে মতামত দেওয়ার কোনো শক্তি ছিলনা । কারণ ছিল, অজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাব ।

ফাহিমা ২০১৭ সালে হতদরিদ্র মহিলাদের গ্রাজুয়েশন দলে যোগদান করেন । হতদরিদ্র মহিলা গ্রাজুয়েশন দলের সদস্য হওয়ার পরে ফাহিমা বলেন, আমার যোগাযোগের দক্ষতা বেড়েছে এবং সহজে সবার সাথে যোগাযোগ করতে পারি । ফাহিমা এ দলের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ভিশনের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে বসতবাড়ি আঙ্গিনায় সবজি চাষ এবং বীজ পেয়েছে । সে বলে আমি এখন সারাবছর বসতবাড়িতে সবজি চাষ করি । এবং আমার পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করি । সে শুর“ থেকে এখন পর্যন্ড় ১০০০০ টাকার সবজি বিক্রি করেছে এছাড়াও আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন থেকে পশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছি এবং একটা ষাঁড় গর“ও পেয়েছি । আমি স্বপ্ন দেখি ভবিষ্যতে আমার একটা গর“র ফার্ম থাকবে । এবং আমি একজন উদ্যোক্তা হব । বর্তমানে আমার একটা ছোট চায়ের দোকান আছে এবং এখান থেকে প্রতিদিন ৫০০ টাকা আয় হয় এছাড়াও আমি আমার আয় থেকে স্বামীকে একটা অটোরিকশা কিনে দিয়েছি এবং আমার স্বামী এটা চালায় । ফাহিমা আক্তার বলেন, সে দলের মিটিংয়ে নিয়মিত যায় এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর জ্ঞান বেড়েছে যেমন- বাল্যবিবাহ এবং তার কুফল/ভয়াবহ পরিনিতি, শিশু সুরক্ষা, যৌতুক, সামাজিক অবকাঠামো ইত্যাদি । এখন আমি কথা বলতে পারি আমার দলের এবং সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ।

আমি আমার মতামত দিতে পারি এবং সেটা সকলেই গ্রহণ করে । আমি এখন সহজেই আমার পরিবারের শিক্ষা পুষ্টিকর খাবার এবং ছেলেমেয়েদের চিকিৎসা করাতে পারি । এখন আমার স্বপ্ন হচ্ছে আমার ছেলে মেয়েরা শিক্ষিত হবে এবং ১৮ বছরের আগে বিয়ে দিব না । ভবিষ্যতে আমার একটা ভাল বাড়ী এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা থাকবে । আমি সুখী যে আমি আমার স্বামীর পাশাপাশি পরিবারের উন্নয়নে অবদান রাখতে পেরেছি ।

New Life

"I am Joba Moni (age 24) former registered child of World Vision Bangladesh. My father's name is Abdul Jobbar, & my mother's name is Shanta Akter. I live in the Municipality of Bhaluka Area, ward-1, with my parents and two siblings (brother and sister)".

"Before joining World Vision Programme, our family was very poor and living in a rented, tiny thatched house. At that time our family was struggling with poverty. Our family could barely afford daily meals. It was difficult for my siblings to continue education and get proper treatment in case of sickness".

World Vision enrolled me as a sponsored child at the age of four (04). When my age was 10, a terrible accident happened in my life. "Suddenly a big branch of a tree fell on my head while I was playing with my friends. It almost smashed me". Immediately, they shifted me to Mymensingh Medical Hospital, but the doctors said I have to be taken to Dhaka, the capital city of Bangladesh, for treatment purposes.

Some of the city's leading hospitals were reluctant to admit me. But Almighty God was with me. In such a critical situation, World Vision was beside me and helped me to gave me new life. World Vision arranged for my surgery at a Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU) hospital through its Social Welfare Outreach Project (SWOP). I could have died after that incident, but I have been graced with a new life.

Now I have sound health. World Vision is the founder of my life and the flourisher of my leadership through Child Forum. I have completed my graduation program in Mass Communication & Journalism from Uttara University and currently doing my Masters in Social Sciences (MSS) in the same department at Same University. Besides my studies, I am also working for Daiynik Desh Kal (Daily newspaper), Desh TV (TV Channel), Mymensingh Division. Now our community respects me. Our family is self-sufficient. In the future, I want to become a renowned Journalist.

নতুন জীবন

আমার নাম জবা মনি (বয়স ২৪)। আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের প্রাক্তন স্পনসর শিশু । আমার বাবার নাম আব্দুল জব্বার মায়ের নাম শান্ড়া আক্তার। আমি আমার ভাই বোন ও মা বাবার সাথে ভালুকা পৌরসভা ১ নং ওয়ার্ডে বসবাস করি । ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রোগ্রাম এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার আগে আমাদের পরিবার খুবই গরীব ছিল এবং টিনের ছাউনি যুক্ত ভাড়া বাড়িতে থাকতাম ।

আমাদের পরিবার দৈনিক খাবার, আমার ভাই বোনদের পড়াশোনার খরচ ও চিকিৎসা খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পরেছিল।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রোগ্রামের সাথে আমি যুক্ত হয়েছি যখন আমার বয়স ৪ বছর। যখন আমার বয়স ১০ বছর তখন ভয়াবহ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম আমি। একদিন আমি আমার বন্ধুদের সাথে খেলা করেছিলাম তখন একটা বড় গাছের ডাল আমার মাথার উপর পড়ে গিয়েছিল । তাৎক্ষণিক আমাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় । পরে আমাকে রাজধানী ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য। ঢাকায় কতিপয় ভালো হাসপাতালগুলো আমাকে চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানায় । জীবনের এই কঠিন বিপদে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ আমার পাশে ছিল এবং আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন । ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ আমার মুখের সার্জারির অস্ত্রোপাচারের ব্যবস্থা করে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আউটরিচ (সোয়াপ) প্রকল্প মাধ্যমে ।

আমি এই দুর্ঘটনায় পড়ে মারা যেতে পারতাম । কিন্তু আমি নতুন জীবন পেয়েছি আমি এখন সুস্বাস্থ্যে ভালো ভাবে জীবন যাপন করেছি ।

ওয়ার্ল্ড ভিশন আমার জীবনকে গড়ে দিয়েছে এবং নেতৃত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে শিশু ফোরামের এর মাধ্যমে । আমি আমার গ্রাজুয়েশন (স্নাতক) ডিগ্রি অর্জন করেছি গণ-যোগাযোগ ও সাংবাদিকতায়, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বতমানে আমি একই ডিপার্টমেন্টে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার মাস্টার্স ইন সোশ্যাল সাইন্স করছি ।

আমি এখন কাজ করছি দৈনিক দেশকাল (দৈনিক সংবাদপত্র), দেশ টিভিতে (টিভি চ্যানেল)।

এখন আমার এলাকার লোকজন আমাকে সম্মান করে । আমাদের পরিবার এখন স্বাবলম্বী । অদূর ভবিষ্যতে আমি একজন সাংবাদিক হতে চাই।

New beginning of my life

I am Sheba Rani Barmon (age 13), my father's name is Liton Chandra Barmon & my mother's name is Suma Rani Barmon. I live in the Municipality of Bhaluka Area, ward-4, with my parents and two brothers.

Before joining World Vision Programme, we were surviving hand to mouth. My father used to work as a shopkeeper. We often had to starve and depend on others for their help. We were helpless and had to seek assistance from others.

World Vision enrolled me as a sponsored child at the age of four. I had a congenital cleft lip & cleft palate. My family couldn't ensure my treatment at all due to economic conditions. I was unable to speak clearly. At that time, World Vision embraced my family and me. In 2014, I was admitted to the hospital for 15 days and had surgery. The organization took the responsibility to bear all of my treatment costs and gave me new life. I can never forget the contribution of World Vision Bangladesh in my life.

At present, I am living a healthy life. I am studying in grade 6 now in Chowdhurani Memorial Girl's High School. I regularly participate in different WVB programs (Child-led monitoring, feedback mechanism, BBB, APR, Christmas greetings, Child forum meeting, awareness session adolescent & school brigade, covid-19 awareness session). My mother also participated in WVB programs such as Child Protection, parents gathering, Child Monitoring, Importance of Child Education, etc. My father used his learning to bring solvency to my family. With the advice and of WVB's dada/ didi, he started a shop of our own! In the future, I desire to become a good person and service for the most vulnerable children.

নতুনভাবে জীবন শুরু

আমি শেবা রানী বর্মন (বয়স ১৩)। বাবার নাম লিটন চন্দ্র বর্মন এবং মায়ের নাম সোমা রানী বর্মন। আমি পিতামাতা এবং দুই ভাইয়ের সঙ্গে ভালুকা পৌরসভা ৪ নং ওয়ার্ডে বাস করি।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির আগে আমাদের পরিবার দারিদ্রতায় জীবন যাপন করত । আমার বাবা অন্যের দোকানে কাজ করতো। মাঝে মাঝে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হতো। আমরা অসহায় ছিলাম এবং অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে হতো।

আমার বয়স যখন চার বছর তখন আমি ওয়ার্ল্ড ভিশনের স্পন্সর শিশু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হই।

আমার তালু কাটা ছিল। অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে আমার চিকিৎসা কোনমতে সম্ভব ছিল না। আমি স্পষ্ট ভাবে কথা বলতে পারতাম না। এ সময় ওয়ার্ল্ড ভিশন আমার ও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে।

২০১৪ সালে আমি তালুকাটা সার্জারির জন্য ১৫ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। ওয়ার্ল্ড ভিশন আমার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ভার নিয়েছেন এবং আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন। আমি আমার জীবনে ওয়ার্ল্ড ভিশনের এই অবদান কোনদিনও ভুলব না।

এখন আমি সুস্বাস্থ্যে জীবনযাপন করছি এবং আমি এখন স্পষ্ট ভাবে কথা বলতে পারি। আমি হালিমুনন্নিসা চৌধুরানী মেমোরিয়াল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যায়ন করছি। আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করছি (শিশু কর্তৃক পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ প্রদান, শিশুদের জন্মদিন পালন, শিশু ফোরামের মিটিং, কিশোরীদের জন্য সচেতনতা প্রোগ্রাম , কোভিড-১৯ সচেতনতা কর্মসূচি ইত্যাদি)। এছাড়াও আমার মা ওয়ার্ল্ড ভিশনের বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। ওয়ার্ল্ড ভিশনের দাদা দিদিদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে আমাদের পরিবার এখন স্বাবলম্বী । বর্তমানে আমাদের একটা দোকান আছে।

আমি ভবিষ্যৎতে ভালো মনের মানুষ হিসাবে অতি বিপদাপন্ন শিশুদের পাশে এবং তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে চাই।

Unity is the strength

Everybody wants to succeed in life. Deciding to achieve together is a hard choice but an easy way to triumph. Because together we are stronger. Mollickbari, a village under Mollickbari Union of Bhaluka Area Program, is where most people have poor conditions in terms of economy, health, sanitation, and education. The condition of housing and sanitation of the people was poor. Only men were involved with income-generating activities. Ensuring education for the children was also difficult for them. The average monthly income of the households was not more than BDT. 3900 per month. At the same time, the scope of overcoming their situation is also very limited. But they have a passion for changing their situation positively.

Three years ago, the people of Mollickbari formed a group named Jamuna Mohila Unnayan Dal (Jamuna Women Development Group) with 25 ultra-poor members with the support of World Vision Bangladesh (WVB). The group members were facilitated with series of meetings and awareness sessions to help them set their development goals. World Vision Bangladesh also enlighten them on how earning source may be enhanced by using local resource and unemployment people especially women. All members of the group were very ambitious; they made a shared vision for their development. One of the members, Pronoti Sangama, remembered: "We along with our children used to pass our days with difficulties."

WVB provided them with a series of training like homestead vegetable gardening, poultry, and cattle rearing to use their fallow land properly and apply their knowledge for better production. They also ensured regular vaccination and de-worming for their livestock and poultry. As a result, the mortality rate of poultry and livestock has dropped significantly. The total number of goats in this group is 38, cow 19, and poultry is 235. They are now able to meet their family's nutritional demands, especially for the children. In addition to this, this intervention is also a source of income for them. The average income of each group member is now BDT 6280 per month.

The group has acquired the capacity to communicate with other service providers like the Department of Agriculture Extension (DAE) and the Department of Livestock Services (DLS). DAE has included this group with IFMC (Integrated Farm Management and Component) project. Ektee Bari Ektee Khamar project also communicates with members to include them as members. The UPG (Jamuna Mohila Unnayan Dal) conducts meetings twice a month. Each member installed BDT 100 per month and opened an account with Grameen Bank. Now their capital is BDT 48000. They have a plan for starting a credit program among group members.

They are also aware of social issues. All members have completed their birth registration along with their family members. Members of this group use slab latrine, tube-well water for drinking. So disease infestation rate has been reduced. They are now working as change agents. They intend to develop their village in a comprehensive manner. Their ambition is to live in a society that is free of poverty. They expressed gratitude to World Vision Bangladesh for assisting them in becoming self-sufficient.

একতাই বল

সবাই-ই জীবনে সফল হতে চায়। একসাথে সফল হতে চাওয়া খুব কঠিন কিন্তু এটাই বিজয়ের সহজতর রাস্তা, কারণ একতাই বল। মল্লিকবাড়ি ইউনিয়নের মল্লিকবাড়ি একটি গ্রাম যেখানে বেশীরভাগ মানুষই অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার অপ্রতুলতার কারণে দারিদ্রতায় জর্জরিত। এলাকার জনগণের আবাসন ও পয়ঃনিষ্কাশনের অবস্থা করুণ ছিল। শুধুমাত্র পুরুষেরাই উপার্জনমুখী কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিল। তাদের শিশুদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করাও তাদের জন্য কঠিন ছিল। এই এলাকার পরিবারগুলোর মাসিক গড় আয় ৩৯০০ টাকার বেশী ছিল না। সেইসাথে তাদের এই দুর্দশা থেকে বের হয়ে আসার সুযোগও কম ছিল। কিন্তু তাদের এই পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য একাগ্রতার কমতি ছিল না।

তিন বছর আগে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের সহায়তায় গ্রামের ২৫ জন হতদরিদ্র নারী মিলে যমুনা মহিলা উন্নয়ন দল নাম একটি উন্নয়ন দল গঠন করেন। তাদের উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করার জন্য এই দলটিকে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এইসকল প্রশিক্ষণে তাদের শেখানো হয় কিভাবে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে আয়ের উৎস তৈরী করা যায়, বিশেষ করে নারীদের জন্য। দলের সকল নারীই উচ্চকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তারা প্রত্যেকেই তাদের উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত লক্ষ্য ঠিক করেন। প্রণতি সাংমা নামের দলের একজন সদস্যা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, "আমরা আমাদের শিশুদের নিয়ে একটি কঠিন সময় পার করছিলাম"।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে, যেমন বসতবাড়িতে সবজি চাষ, গবাদী পশু ও হাস-মুরগী পালন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি যেন তারা তাদের পতিত জমির সদ্ব্যবহার করতে পারে এবং বেশী বেশী উৎপাদনের জন্য তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে। এছাড়াও তারা তাদের গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগীর টিকা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগীর মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। এই দলের সর্বমোট ছাগলের সংখ্যা ৩৮, গরু ১৯ এবং হাস-মুরগী ২৩৫ টি। এখন তারা তাদের পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মিটাতে পারে, বিশেষ করে শিশুদের। দলের প্রত্যেক সদস্যের মাসিক গড় আয় এখন ৬২৮০ টাকা।

দলটি বর্তমানে বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ইত্যাদির সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এই দলটিকে 'সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনা ও উপাদান' প্রকল্পে যুক্ত করেছেন। 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পও দলের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করছেন যেন তারা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়। দলের প্রত্যেক সদস্যই মাসে ১০০ টাকা করে সঞ্চয় করেন এবং তারা গ্রামীন ব্যাংকে একটি হিসাবও খুলেছেন। বর্তমানে তাদের মূলধন ৪৮০০০ টাকা। দলের সদস্যদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার একটি পরিকল্পনা তাদের আছে।

তারা বিভিন্ন সামাজিক বিষয়াদি নিয়েও সচেতন। দলের প্রত্যেক সদস্যই তাদের নিজেদের ও পরিবারের সকলের জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করেছেন। দলের প্রত্যেকেই নিরাপদ পায়খানা ব্যবহার করেন, পান করার জন্য নলকূপের পানি ব্যবহার করেন। সেজন্য দলের সদস্যদের মধ্যে রোগের বিস্তারও কমে গেছে। বর্তমানে তারা পরিবর্তনের দূত হিসেবে কাজ করছেন। তারা তাদের গ্রামের মধ্যে দর্শনীয় পরিবর্তন আনতে চান। তাদের স্বপ্ন দারিদ্রমুক্ত সমাজ। নিজেদের আত্মনির্ভরশীলভাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করার জন্য তারা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ন্যাশনাল অফিস
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ
আবেদীন টাওয়ার (তৃতীয় তলা)
৩৫, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ৯৮২১০০৪-১১, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৮১৫১৮০

https://www.wvi.org/bangladesh